স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুশিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট "আইওলিন"
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুশিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

স্কুল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫১শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৭ই চৈত্র বুধবার, ১৩৭১ ইং 31st Mar. 1965 { ৪৪শ সংখ্যা

"সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Sarkar 7

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

বিপুলতা আছে।

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

স্টুডেন্টস্ লেবোরেটরি

রঘুনাথগঞ্জ, (বাস ষ্ট্যাণ্ড) মুর্শিদাবাদ

★ পাঠাগার, স্কুল ও কলেজের সব রকমের বই, খেলার সরঞ্জাম, কাগজ পেন ইত্যাদি সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই চৈত্র বুধবার সন ১৩৭১ সাল।

শাস্ত্র ও শাসন

—০—

শাস্ ধাতুর অর্থ শাসন করা। শাস্ত্র ও শাসন দুই শব্দই এক শাস্ ধাতুর উত্তর যথাক্রমে 'ত্র' ও অনট্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্র মানেই অনুশাসন গ্রন্থ। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ—বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থের সাহায্যে হিন্দুরাজ্যে শাসন কার্য্য সম্পাদিত হইত। এখনও ব্যবস্থাপক পণ্ডিতরা যিনি যে অঞ্চলে প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা প্রদান করেন, সেই অঞ্চলকে তাঁহার শাসনাধীন বলিয়া গৌরব অনুভব করেন।

ভারতবর্ষ জয় করিবার উদ্দেশ্যে বিদেশী বিধর্ম্মী রাজা ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিবার জন্য যখন দূত প্রেরণ করিলেন, সেই সময়ে ভারতবাসীর নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি গল্প বলি, শ্রবণ করুন।

দূতের আগমন সংবাদ পাইবামাত্র সীমান্তের সামন্ত রাজা—অতিথি-সেবায় কোন ত্রুটি না হয় তাহার সুব্যবস্থা করিলেন। শাস্ত্রের বিধান—

চণ্ডালোব্রাহ্মণো বাপি যো নার্চ্চয়তি চাতিথিং।
ন মুখং তস্য পশ্যন্তি নরকে পতিতা অপি॥

চণ্ডালই হউন, আর ব্রাহ্মণই হউন, যিনি অতিথির অর্চ্চনা না করেন, নরকে পতিত নারকীও তাঁর মুখ দর্শন করেন না।

অতিথিরূপী শত্রুদূত রাজধানীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া দেখিল—কি রাজার বাড়ী, কি প্রজার বাড়ী, কারো বাড়ীতে তালা কুলুপের ব্যবস্থা নাই। বিস্মিত হইয়া দূত রাজার নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ, এখানে কারো ঘরে তালা কুলুপ নাই কেন? রাজা কুলুপ কাহাকে বলে— জানেন না। দূত তখন নিজের পেটরার তালা রাজাকে দেখাইয়া বুঝাইয়া দিলেন—ঘরে কপাট দিয়া এই তালা দিলে অন্যে সে ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না।

রাজা—একজনের ঘরে অন্যে প্রবেশ করিবে কেন?

দূত—যদি কারো কোন জিনিস না থাকে, আর তার সেই জিনিস দরকার হয়, সে অন্যের অজ্ঞাতসারে সেই দ্রব্য ঘরে ঢুকে নিতে পারে তো?

রাজা—তাই কি কেউ নেয়? যদি কোন জিনিসের অভাব হয়, যার সে জিনিস আছে, তাকে চাইলেই সে অভাবীর অভাব দূর করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবে।

দূত—কয়েকদিন এখানে আছি, কই আপনার রাজদরবারে কোনও মামলা বা ফরিয়াদের বিচার করা দেখলাম না। এখানে কি অভিযোগ হয় না।

রাজা—হয় বৈ কি? দুই পক্ষের মনান্তর হলেই বিবাদ হয়। রাজদ্বারে অভিযোগ হ'লেই রাজা "দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন" নীতির বাধ্য হ'য়ে যথাশক্তি সুবিচার করেন। বর্ত্তমানে বোধ হয় কোনও অশান্তি নাই কাজেই বিচারপ্রার্থী কেউ আসে নি। কিছুদিন অপেক্ষা করুন বিচার দেখিতে পাইবেন।

একদিন বিবদমান দুই ব্যক্তি রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া উভয়ে উভয়ের নামে অভিযোগ করিল—

১ম ব্যক্তির অভিযোগ—

মহারাজ, আমি এই ব্যক্তির নিকট একখণ্ড জমি ক্রয় করি। জমি খনন করিবার সময়, মাটির মধ্যে এক হাঁড়ি মোহর পাই। মহারাজ, এ যদি জানতো যে এই জমির মধ্যে মোহর আছে, তবে সে ঐ মোহর তুলিয়া অভাব দূর করিত। জমি বেচিত না। আমি উহার বাড়ীতে মোহরের হাঁড়ি লইয়া গিয়া উহাকে বলি ভাই, এ মোহর তোমার। তুমি এই মোহর হইতে আমার প্রদত্ত মূল্য ফেরত দিয়া জমি ফেরত লও। এ কথায় সে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়। বলে যে মোহরের হাঁড়ি যদি আমার সীমানায় রাখো তোমাকে প্রহার করিব।

২য় ব্যক্তির অভিযোগ—

মহারাজ, বাদী যা বলিল সব সত্য। কিন্তু মহারাজ আমি যখন জমি বিক্রয় করিয়াছি, তখন উহার অভ্যন্তরস্থ সব ক্রেতার। আমি উহা ফেরত লইয়া অনন্ত নরকের যাত্রী হইব কেন? মহারাজ সুবিচার করুন।

রাজা হুকুম দিলেন— আমি সমস্ত তদন্ত করিয়া সাতদিন পর তোমাদের অভিযোগের বিচার-ফল জানাইব। দূত মহাশয় এই মামলা দেখিয়া অবাক। এই মামলার বিচার করা যে খুব সহজ, তাহাও অনুমান করিলেন। যখন উভয় পক্ষই মোহর দাবি করে না তখন উহা রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। রাজা রায় দিবেন তাই, কেবল মর্য্যাদা রাখার জন্য হুকুমের দিন ধার্য্য করিলেন।

ধার্য্য দিনে উভয় পক্ষ অপেক্ষা হুকুম শুনিবার জন্য দূত মহাশয়ই উদ্বিগ্ন। রাজার আদেশ হইল—তোমরা উভয়েই রাজপুত। একজনের একটি পুত্র ও অপরের একমাত্র কন্যা ছাড়া আর কেউ নাই। রাজাজ্ঞায় ঐ পুত্রের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। এই অর্থ তাহাদের সম্পত্তি হইল। পররাজ্যলোলুপ রাজার দূত অবাক হইয়া মস্তক অবনত করিয়া মনে মনে রাজাকে নমস্কার করিলেন। এই রাজ্যে কোন পথে দুর্নীতি প্রবেশ করিল কে জানে।

জঙ্গিপুর বাঁধের কার্য্য

ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনার প্রধান অঙ্গ হইল ফরাক্কার নিকট বাঁধ দিয়া একটি খালের সাহায্যে ভাগীরথী নদীতে নিয়মিত জল সরবরাহ করা। এই খাল রঘুনাথগঞ্জ শহরের অনতিদূরে ভাগীরথী নদীতে পতিত হইয়া উহাতে স্রোত প্রবাহিত হইবে। আহিরণ হল্ট ষ্টেশনের নিকটস্থ বাঙ্গাবাড়ী রসুনপুর, ঘোড়াপাখিয়া গাঙ্গীন প্রভৃতি গ্রামগুলি এই খাল এলাকার মধ্যে পড়িয়া যাওয়ায় উহার মালিকগণকে বাড়ীঘর জমিজায়গা ছাড়িয়া দিবার জন্য নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। গ্রামের বাসিন্দাগণ নূতন আশ্রয়ের সন্ধানে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটাছুটি করিতেছে। রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও কুলি মজুরদের আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের কার্য্য দ্রুতগতিতে চলিতেছে।

চারিটী সন্তান প্রসব

বিগত ২২শে মার্চ্চ সোমবার বহরমপুর সৈদাবাদ বাগ্দীপাড়ার শ্রীশ্রীকুমার দাসের ষোড়শ বর্ষীয়া পত্নী শ্রীমতী চঞ্চলা দাসী বহরমপুর সদর হাসপাতালের মাতৃসদনে নির্ব্বিঘ্নে এক সঙ্গে পর পর চারিটী কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছেন। প্রসবের পর শিশুগণসহ প্রসূতি সুস্থ আছেন। প্রত্যেকটি শিশুর ওজন সওয়া দুই পাউণ্ড করিয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ট্রাক দুর্ঘটনা

গত ১৯শে মার্চ্চ মোড়গ্রাম রেল ষ্টেশনের অনতিদূরে ধূমারপাহাড় গ্রামের নিকটে ট্রাক দুর্ঘটনায় চালক সাংঘাতিকভাবে আহত ও সহকারীর ঘটনাস্থলে মৃত্যু হইয়াছে। ট্রাকখানি ফরক্কা ব্যারেজ কো-অপারেটিভ ষ্টোর্সের মূল্যবান জিনিসপত্র বোঝাই করিয়া বহরমপুর হইতে ফরক্কা অভিমুখে যাইতেছিল। দুর্ঘটনার সুযোগে দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা ট্রাক হইতে বহু মূল্যবান জিনিস চুরি করিয়া চম্পট দিয়াছে। ইহাকেই বলে—

'কারও পৌষ মাস
কারও সর্ব্বনাশ।'

পরলোকগমন

১৭ই চৈত্র বুধবার রাত্রে বালিঘাটার কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বিধবা স্ত্রী, তিন পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি রঘুনাথগঞ্জের স্বর্গীয় পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা ছিলেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিয়া স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়

বিগত ২৮-৩-৬৫ তারিখে রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় জনসাধারণের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরোহিণীকুমার রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের নিদারুণ স্থানাভাব এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক আলোচনান্তে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, যে কোনও উপায়েই হউক ১-১-৬৬ তারিখে এই বিদ্যালয় মিউনিসিপ্যালিটি প্রদত্ত ভূমির উপর নবনির্মিত গৃহে স্থানান্তরিত করা হউক। বিদ্যালয়টির সর্বাত্মক উন্নতির নিমিত্ত সমবেত ভদ্রমণ্ডলী আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং উক্ত সভাতেই আনুমানিক পাঁচ হাজার টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় এবং অন্যান্য সকলেই যাহাতে নূতন বিদ্যালয়ের জন্য পর্য্যাপ্ত অর্থ সংগৃহীত হয় তদুদ্দেশ্যে যত্নবান হইবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন। সভার অনেকেই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়া উপস্থিত সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। নূতন গৃহ নির্মাণের যাবতীয় ব্যবস্থা করণের জন্য বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির মধ্য হইতে সাতজন এবং স্থানীয় ভদ্রমহোদয়দিগের মধ্য হইতে আটজন সদস্য লইয়া একটি স্কুল বিল্ডিং কমিটি গঠিত হয়।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১১ই এপ্রিল রবিবার ১৯৬৫ রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক (বহুমুখী) বালিকা বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির পুনর্গঠনকল্পে যে নির্বাচন হইবে তাহার জন্য চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ও নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মসূচী—এই বিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত বেলা ১১টা হইতে ৩টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে ৪-৪-৬৫ তারিখ অবধি দেখিতে পাওয়া যাইবে।

স্বাঃ/- শ্রীশকুন্তলা চৌধুরী,
প্রধানা শিক্ষিকা।

২৫-৩-৬৫

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

যে সমস্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীদিগের সরকারে ন্যস্ত জমি কেবলমাত্র একটি থানায় সীমাবদ্ধ ছিল তাঁহাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, তাঁহাদিগের অধিকাংশের ক্ষতিপূরণ তালিকা চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কেহ তাঁহার ক্ষতিপূরণ তালিকা প্রকাশের কোনও সংবাদ না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি ঐ থানার সংশ্লিষ্ট সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সহিত নিজের ঠিকানা দিয়া যোগাযোগ স্থাপন করুন। তাঁহার প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের টাকা কত বা তাহা পাইতে হইলে কি করিতে হইবে, উক্ত কর্মচারী তাহা জানাইয়া দিবেন। যাঁহারা ক্ষতিপূরণের টাকা দিবেন তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন না করিলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভবপর হইবে না।

থানার নাম	সংশ্লিষ্ট সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পের ঠিকানা
বহরমপুর, হরিহরপাড়া, ডোমকল, জলঙ্গী, বেলডাঙ্গা, নওদা	"বি" ক্যাম্প, বহরমপুর। সৈদাবাদ হাউস। সৈদাবাদ, বহরমপুর। মুর্শিদাবাদ।
নবগ্রাম, সাগরদীঘি, রাণীনগর, ভগবানগোলা, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ	"বি" ক্যাম্প, লালবাগ। ফক্সেস কুঠি, লালবাগ। পোঃ+জেলা—মুর্শিদাবাদ।
সুতী, রঘুনাথগঞ্জ, সামসেরগঞ্জ, ফরাক্কা	"বি" ক্যাম্প, জঙ্গীপুর। পোঃ—রঘুনাথগঞ্জ। জিলা—মুর্শিদাবাদ।
কান্দী, ভরতপুর, খড়গ্রাম, বরঞা	"বি" ক্যাম্প, কান্দী। পোঃ—কান্দী। জিলা—মুর্শিদাবাদ।

স্বাঃ—ত্রিবেদীকান্ত দাসগুপ্ত
সেটেলমেণ্ট অফিসার,
মুর্শিদাবাদ, বীরভূম।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীললীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, এ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির

নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

চ্যবনপ্রাশ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ,

কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।